মুজিবরের জয় বাংলা

মুজিব আজ কোথায় ?

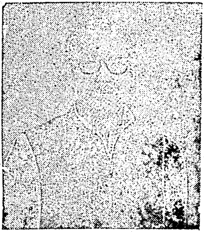

লেখক—নারায়ণ চন্দ্র দাস

(সাংবাদিক)

পোষ্ট—বাগেরহাট, জিঃ খুলনা

লেখক কর্তৃক প্রকাশিত মুদ্রিত   মূল্য দশ পয়সা

॥ কবিতা আরম্ভ ॥

শুনেন এবার শ্রোতাগণে ২ জয় বাংলার ঘটনা,
বঙ্গবন্ধু মুজিবরের কথা আমি করে যাই বর্ণনা
ভোটের বাক্সে জিতে ২ বিপ্লব করিতে হয়,
এসব গণতন্ত্রের কথা কেহ শুনেন কোথায় ?
ইয়াহিয়া বলে ২ স্বাধীনতা নাহি দিব,
যতদিন পাকিস্থানে আমি রাষ্ট্রপতি রহিব ।
এদিকে বঙ্গবন্ধু ২ কৃপাসিন্ধু মুজিবর রহমান,
ভুট্টোবেটা রাম পাঠা বড়ই বেইমান
বাংলার সাড়ে সাত কোটী ২ মানুষ ৬ দফ দাবী করে
আন্দোলন করিয়া শেষে পথে ঘাটে মরে
এরা প্রাণের তরে ২ নাহি ডরে সংগ্রাম করে যায়,
ইয়াহিয়ার বাহিনীকে আক্রমন চালায় ।
এদিকে ভুট্টোবেটা ২ যুক্তি করে ইয়াহিয়ার সাথে,
টিক্কারে দিয়ে মারে যত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবিকে ।
তাইত শুনতে পাই সাধনার যোগেশ ঘোষ ঢাকাতে,
মারা গেল পাকিস্থানের সেনার হাতে,
সাধনার ঔষধালয়ের মালিক তিনি জানিতে পাই ।
এই প্রকার হত্যাকাণ্ড করিতেছে পথে ঘাটে ভাই,
দেখি অকারণে ২ নানা স্থানে পশ্চিমী হানাদার ।
জনগণের উপর চালায় নির্মম অত্যাচার ।
জেড বিমান হতে ২ স্যাবপম বোমা ফেলে,
দাউ দাউ করিয়া দেখি শহর গ্রাম জ্বলে ।

বহু লোক মরে ২ ঘরে ঘরে আগুন জ্বালায়,
প্রাণ ভয়ে জনগণ তখন পালায়।
পাক সৈন্যগণ ২ ভাবে তখন কি করি উপায়,
সামান্য সৈন্য ছিল পালাইল ভাই।
তাদের অস্ত্রপাতি ২ রাতারাতি দখল করে নিল,
মুক্তি ফৌজ জয় বাংলার নিশান তুলিল।
ষাড়া ব্রীজ আছে ২ নয়কো মিছে আমি বলে যাই,
তিনশত পাক সৈন্য সেইখানেতে রয়।
ইহার সন্ধান পেয়ে ২ যায় ধেয়ে মুক্তিফৌজ যত,
চারিধারে ঘিরে গুলি ছোড়ে অবিরত।
সে যে পদ্মানদী ২ নিরবধি খরতর ধারা,
মুক্তিফৌজ দেখে পদ্মায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তারা।
তারা জলে ভাসে ২ নদীর পাশে মুক্তিবাহিনী,
মাথা তুললে গুলি করে মারে তখনি।
তারা ডুবে মরে ২ নদীর নীরে শুনুন এখন,
তিনশত পাক সৈন্য এইখানে খতম।
শত্রু নিপাত করে ২ তুলে ওরে জয় বাংলার নিশান,
তৎক্ষণে মুক্তিফৌজ পাইল আশান।
পাক সৈন্য বলে ২ পশ্চিম পাকিস্থানে কোন হিন্দু নাই
পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু শূন্য করিতে হবে ভাই।
হিন্দু নিধন যজ্ঞ ২ দেখি চালায় অবশেষে,
নিজের চক্ষে দেখলাম আমি কাঁদি পথে বসে।

আরো পথে ঘাটে ২ নদী পাড়ে পড়ে আছে লাস.
পূর্ব্ব বাংলা জুড়ে দেখি উঠিল সন্ত্রাস।
পশ্চিমী হানাদার ২ নারীদের নির্য্যাতন করে,
মায়ের কোল হতে শিশুকে আছাড় দিয়া মারে।
আরও বাপের সামনে ২ খুসী মনে মেয়ের উপর,
পাশবিক অত্যাচার করে ঐ সব বর্ব্বর।
সে সব বিভীষিকা ২ মরিচিকা লেখার সাধ্য নাই,
ইতিহাসে এমন নজীর কভু শুনতে নাহি পাই।
হিটলারের অত্যাচার ২ ওরা করেছিল ম্লান,
নর পিশাচরূপে দেখা দিল ইয়াহিয়া খান।
আর পূর্ববাংলায় ২ দেখা যায় রক্তের হোলি খেলা,
ইয়াহিয়ার গলে দেখি লক্ষ মুণ্ডের মালা।
২৫শে মার্চ মুজিবেরে ২ ধরে তারে শুনতে আমি পাই
ইসলামাবাদে রাখে তারে জানতে পারলাম ভাই।
সেখানে মুজিব ভাই ২ অনশন করে দিবানিশি,
জয় বাংলার মন্ত্র সে জপে অহরনিশি।
ওদের আক্রমন ২ সর্ব্বক্ষণ মুক্তিফৌজে তাই
প্রতিহত করে আমি দেখতে তবে পাই।
হানে পাল্টা আঘাত ২ করে উৎখাত করিবার তরে,
হাজার হাজার হানাদার ফৌজ তাইত দেখি মরে।
হয়ে দিশেহারা ২ শয়তানেরা চিন্তায় ভরা মন,
তাইত দেখি করে অনেকে আত্মসমর্পণ।

মুজিব বাহিনী ২ আঘাত হানে আগাইয়া যায়,
জয় বাংলা বলে তারা জয় নিশান উড়ায়।
এরা বহু সহর ২ পর পর দখল করে নেয়,
পশ্চিমা হানাদারকে দেখি হটাইয়া দেয়।
খেপে রামঠেলা ২ হয় উতলা ইয়াহিয়া খান,
অবশেষে চীনের কাছে আশ্রয় ভিক্ষা চান।
তাইত চৌএন লাই ২ দেখতে পাই একপক্ষ ধরে,
ভারতকে হুমকী দিয়া সাবধান দেখি করে।
বলে বিশ্বকে এটা আমাদের ঘরোয়া ব্যাপার,
ভারত কেন এর মধ্যে নাক গলাতে আসে আবার,
দেখি ইয়াহিয়া ২ হুক্কাহুয়া শেয়ালের ডাকে,
বিশ্ববাসীর কাছে দেখি মিথ্যাবাদী সাজে।
বাংলার স্বাধীন সরকার ২ এইবার প্রতিষ্ঠিত হল,
চারিদিকে পাঞ্জাবী ফৌজ পালাতে লাগিল।
তাইত দিশেহারা ২ পাষণ্ডেরা বিপদে যে পড়ে,
মরিয়া হইয়া তারা জুলুম শুরু করে।
আরও পিণ্ডির কাছে ২ অবশেষে বার্তা যে পাঠায়,
মিথ্যা আর ফন্দি করে কুকীর্ত্তি ঢাকতে চায়।
ওরা ওয়ারলেসে ২ পিণ্ডির কাছে জানায় আবেদন,
ভারতের যত অস্ত্র পাঠাইয়া দাও এখন।
আমরা গত যুদ্ধে ২ ভারতের যত হাতিয়ার,
দখল করিয়াছিলাম পাঠাও এইবার।

আমরা বিশ্বের কাছে ২ মহাখুসে এসব দেখাব,
ভারতের উপরে দোষ চাপাইয়া দিব।
এবার কলকাতায় ২ দেখা যাক পাক দূতাবাস,
ইয়াহিয়ার প্রতি তাদের হারাল বিশ্বাস।
এরা বাংলার প্রতি ২ সম্মতি সমর্থন জানায়,
খবর শুনে জঙ্গী বর্বর করে হায় হায়।
পাঠায় নূতন দূত ২ একভুত মাসুদ নাম তার,
বর্বরদের দালালী করতে আসলো এক জানোয়ার
এসে কলকাতায় ২ পড়ে যায় বিক্ষোভের মুখে,
পালাইয়া বাঁচিতে হইল যে তাকে।
এবার বর্বরেরা ২ হবে ভেড়া মুক্তিফৌজের কাছে,
পরাজয় হইয়া তারা পালাইল শেষে।
বাংলার সবুজ ঘাসে ২ বড় ক্ষীণ রক্তে লালে লাল,
পূর্ববঙ্গে জ্বলবে জেনো স্বাধীনতার মশাল।
জেনো সেই মশাল ২ নিবাবার কারো সাধ্য নাই,
ভুট্টো এবার ভুট্টো হয়ে গাছে ঝুলবে ভাই।
আরো ইয়াহিয়া ২ হুক্কাহুয়া বনেতে করিবে,
জাতি ভাই শেয়ালদের মধ্যে মিলিয়া থাকিবে।
এবার সর্বশেষে ২ সবার কাছে করি নিবেদন,
মুজিবরের কথা কিছু করে যাই বর্ণন।
পরে শুনতে পাই ২ মুজিব ভাই ঢাকায় আসিল,
এর পরে কি খবর জানাতে আশা রহিল?

সুর—বাউল

জয় বাংলা জয় বাংলা বলে এগিয়ে চল না।
চিনে জোকের মত ধরব ওদের বিনাদোষে ছাড়বনা
আছে যত বঙ্গবাসী এবার তোমরা হও সাহসী
একবিন্দু রক্ত থাকতে ওদের আমরা ছাড়বনা
আল্লায় নাম স্মরণ কর ভুট্টার বংশ ধ্বংস কর
ইয়াহিয়া খানকে জবাই করে জয় বাংলা নিশান তোলনা
ভুট্টা বেটা ইয়াহিয়া খান এরা দুইজন ভারী সয়তান
রামছাগল ও বুনো শুয়োর এদের পাল্লায় পড়না।
টেক্কা খা গভর্ণর হল এই যুদ্ধে সে প্রাণ হারাল
মুজিবরের কীর্তি রেখা কেউ যেন ভুল না।
নারায়ণ দাস বলে আছে যত যুবক ছেলে
বর্ডার এবার দিয়েছে খুলে তোমরা সবে চল না।

সুর—ভাটিয়ালী

সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,
তোর ঠেলায় পালিয়ে এসে বই বেচি দিবানিশি।
সোনার বাংলা··· ... ...
পিতামাতা শেষ করেছ বাড়ী ঘর কেড়ে নিয়েছ,
আমাকে আর কি দিয়েছ তাই শোক সাগরে ভাসি।
সোনার বাংলা... ... ...
যখন আমি উঠেছিলাম অশ্রুজল দিয়ে এলাম,
তোর জ্বালায় ফকির হলাম কাঁদি অহর্নিশি।
সোনার বাংলা··· ... ...

না না না ইয়াহিয়া খা তুমি হত্যা যতই করনা,
বুঝেছি নিজের হাতে খুড়ছ তুমি নিজেরই কবর
শুনেছি বাঙ্গালীদের জয় বাংলা মুখেতে ধ্বনি,
মশাল হাতে পথ দেখাবে নায়ক মুজিবর
বুঝলে গুণধর—
তুমিও থাকবে না আর ভুট্টোও থাকবে না
না না না ... ... করনা।
গণতন্ত্র আনতে দেশে নির্ব্বাচন তো হল
ভুট্টোর ফাঁদে পা জড়িয়ে মারছ মানুষ গুলো
জয় বাংলার আন্দোলনে জিতবে মুজিবর
বুঝলে গুণধর—
তুমিও থাকবে না ... ...
গায়ের জোরে রাখবে গদী আনলে মিলটারী
জয় বাংলার ইতিহাসে সাজলে হত্যাকারী
সিরাজ যদি হয় মুজিবর—তুমি মিরজাফর
বুঝলে গুনধর—
তুমিও থাকবে না আর ভুট্টোও থাকবে না
আমরা আছি তোমার সাথে শেখ মুজিবর ভাই
বাংলাদেশে বেইমানদের কোন জায়গা নাই,
তাসখণ্ডের চুক্তিটাকে পুড়িয়েছে লাহোরে
বুঝলে গুণধর—
তুমিও থাকবে না আর ভুট্টোও থাকবে না।